

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে আমরা
যেভাবে রক্ষা করব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিফাহ্ তাসনিয়া

রোলঃ ২১৫০০২০২

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে আমরা
যেভাবে রক্ষা করব

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রিফাহ্ তাসনিয়া

রোলঃ ২১৫০০২০২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে আমরা যেভাবে রক্ষা করব” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রিফাহ্ তাসনিয়া, আইডিঃ ২১৫০০২০২ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে আমরা যেভাবে রক্ষা করব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Refah Tasnia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

রিফাহ্ তাসনিয়া

আইডিঃ ২১৫০০২০২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
পিতা মাতার জীবনে পরবর্তী প্রজন্মের গুরুত্ব	৫
পিতা মাতার প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের পাওনা হক	৮
আধুনিকতার ভয়াল থাবা	১৬
আধুনিকতার ব্যাপারে পিতা মাতার অসচেতনতা ও প্রতিকার	২৩
ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তান লালন পালন	২৬
সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতকরন	৩৫
পরিশিষ্ট	৩৯

ভূমিকা

মুসলিম পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যই হলো উম্মাহ এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মুসলিম জাতিকে একটি জাতি হিসেবে সমৃদ্ধকরণ। পরবর্তী প্রজন্মকে যোগ্য উম্মাহ হিসেবে গড়ে তোলার এই গুরু দায়িত্ব সোপিত হয়েছে বর্তমান প্রজন্মের ওপর। প্রতিটি বাবা-মায়ের স্বপ্ন থাকে তার সন্তান এই দুনিয়াতে তাদেরই চিহ্ন বয়ে বেড়াবে, তাদের শেখানো শিষ্টাচার ব্যবহার করে জীবনকে অর্থপূর্ণ করবে। তাদের তরবীয়ত হবে তাদের সন্তানের জন্য সফলতার পথ। কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই তরবীয়তের ধরন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলাতে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রভাব হতে পারে ইতিবাচক আবার হতে পারে নেতিবাচক। আধুনিকতা কখনো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে, কখনো নিয়ে আসে অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমাদের মুসলিম পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে। শুধু তাই নয় সময় মত ব্যবস্থা নিতে না পারলে বাবা-মা হিসেবে আমরা আমাদের এই গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হব। তাই সময় থাকতে আধুনিকতার এই কুপ্রভাব থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করার উপায়গুলো আমাদের জেনে নেয়া দরকার।

পিতা মাতার জীবনে পরবর্তী প্রজন্মের গুরুত্ব

পিতা-মাতার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত হলো তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ তাদের 'সন্তান সন্ততি'। সন্তান জন্মের সাথে সাথেই পিতা-মাতার মনে জন্ম নেয় অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাদের জীবন নতুন করে হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ, ভারসাম্যময় ও আকর্ষণীয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, “সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।”

[সূরা : কাহাফ, আয়াত : ৪৬]

দুনিয়ার জীবনে সুসন্তান গড়ে তুলতে পারলে সন্তানের প্রতিটি সফলতা বাড়িয়ে দেয় পিতা মাতার সম্মান। সন্তানের সচ্চরিত্র, পরিশ্রম ও পরোপকারিতা প্রশস্ত করে সমাজে পিতা-মাতার গ্রহণযোগ্যতা। শুধু তা-ই নয়, পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের রেখে যাওয়া আদর্শসমূহ দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়ে রাখে তাদের সুসন্তান। এভাবে মৃত্যুর পরও মানব মনে উত্তম জায়গা করে নিতে পারে পিতা-মাতার সঠিক তরবিয়ত। অপরদিকে, সঠিক তরবিয়তের অভাবে তৈরি হওয়া চরিত্রহীন সন্তানেরা শুধু যে বাবা-মার জন্য অসম্মান নিয়ে আসে তাই নয়, পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্যেও তারা ক্ষতির কারণ হয়।

এসব তো গেল দুনিয়াবি গুরুত্ব। আখিরাতেও এর প্রভাব কোন অংশে কম নয়। সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দুনিয়াতে যেমন তার সুফল পাওয়া যাবে আখিরাতেও পাওয়া যাবে সফলতা। ইসলামী পরিভাষায় সুসন্তান বলতে বোঝায় নেককার সন্তান, যে তার ঈমান, সৎ চরিত্র ও দীনদারিতার মাধ্যমে পিতা-মাতার জান্নাতের পথ সুপ্রশস্ত করে।

হজরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত, “রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না - ১. সাদকায়ে জারিয়া, ২. ঐ ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, ৩. নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। ”

(সহিহ মুসলিম-১৬৩১, সুনানে আবু দাউদ-২৮৮০)।

অর্থাৎ, সৎ, ন্যায়বান, নীতিপরায়ণ সন্তান বাবা-মায়ের জন্য রহমতস্বরূপ। পিতা মাতা এই পৃথিবীর বুকে যতটুকুই আমল করে যাক না কেন তার মৃত্যুর পরও তার আমলনামা সওয়াবের ভারে ভারী হতে থাকবে যদি পৃথিবীতে সে নেককার সন্তান রেখে যেতে পারে। তাই একটি মুসলিম পরিবারের উদ্দেশ্যই থাকে বেশি বেশি নেককার সন্তান পৃথিবীর বুকে রেখে যাওয়া, যোগ্য উম্মাহ গঠন করা।

আমাদের জীবনের প্রতিটি নিয়ামতই আমাদের জন্য পরীক্ষা একইভাবে সন্তান-সন্ততিও। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

“ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান।”

[সূরা তাগাবুন ৬৪:১৫]

এ আয়াতের প্রথম অংশে মহান আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে তাদের পরীক্ষার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ এই নিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান যে, তাঁর অনুগত কে এবং অবাধ্য কে? আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তায়ালা উক্ত পরীক্ষায় সফলকাম ব্যক্তিদের প্রতিদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

একই বিষয়ে আল্লাহ সতর্ক করে বলেন,

“হে মুমিনগণ, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।”

[সূরা মুনাফিকুন: ০৯]

সন্তান মুমিনগণের জন্য আমানত। এই আমানতের খেয়ানত তথা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় না করলে কিয়ামতে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন উমার রা.শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।”

[সহীহ আলবুখারী:৮৪৪]

অতএব বলা যায়, একজন মুমিন পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট সন্তানের গুরুত্ব অবহেলা করা কখনোই প্রত্যাশিত নয়।

পিতা মাতার প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের পাওনা হক

মাতা-পিতার খেদমত ও সম্মান যেমন সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আর যে বিষয় ফরজ বা অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে বললেন, “তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও। কেননা তোমাকে তোমার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি তাকে কী কী আদব ও কী কী ইলিম শিখিয়েছো? আর তোমার সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করা ও তোমার আনুগত্যের ব্যাপারে।”

[বাইহাকী/৫০৯৮]

এজন্যই জানা উচিত, বাবা-মার উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

সন্তানের হকগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:

১। সন্তানের জন্মের পূর্বে মা-বাবার উপর তার হক

২। সন্তানের জন্মের পর মা-বাবার উপর তার হক

সন্তানের জন্মের পূর্বে মা-বাবার উপর তার হক :

১. মা-বাবা নিজে সৎ ও পবিত্র থাকা

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত নিজের সন্তানের কল্যাণের জন্য হলেও নিজেকে সৎ ও পবিত্র রাখা। আর এটা সন্তানের একটি হক। আর এর ফলে সন্তানেরাও উপকৃত হয়। পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খাদীর (আ.) এর প্রসিদ্ধ ঘটনার একটি অংশ হলো যে, তাঁরা একটি গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে খাবার চাইলে তাঁদের খাবার দেওয়া হয়নি তথা মেহমানদারী করা হয়নি, অথচ ঐ দুই ইয়াতিম বালকের সম্পদ যেন সুরক্ষিত থাকে সেজন্য তাঁরা দেয়াল ঠিক করে দিয়েছিলেন যার নিচে গুপ্তধন ছিল। আর এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, **وَأَرْثَاكَ أَبُوهُمَا صَالِحًا** তাঁদের পূর্বপুরুষ সৎ ছিলেন। তাফসীরের কিতাবে এসেছে, এই আয়াতে ‘তাদের পিতা’ বলতে তাদের ‘সন্তম

পূর্বপুরুষ’ যিনি ছিলেন তাঁকে বুঝানো হয়েছে, যিনি নেককার ছিলেন। তাফসীরের কিতাবে এসেছে- “তাহলে মা-বাবা সৎ থাকলে তাদের পরবর্তী সন্তান প্রজন্মও যে উপকৃত হতে পারে তা পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত। কেননা ইয়াতিম দুই বালকের বাবা ছিলেন তাদের সন্তান পূর্বপুরুষ।” [তাফসীরে মুনীর]

২. নেককার স্বামী-স্ত্রী বাছাই করা

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত বিবাহের সময় এই বিষয় খেয়াল রাখা যে, আমি যাকে বিয়ে করছি আল্লাহ চাইলে সে আমার সন্তানের মা বা বাবা হবে, সুতরাং আমার সন্তানের জন্য একজন ভালো মা বা বাবা হতে পারে এমন কাউকেই বিবাহ করব। যেমন- হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুওয়ালী তাঁর সন্তানদের বলতেন, (আমার সন্তানেরা শুনো) ‘আমি তোমাদের প্রতি শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত তো ইহসান করেছিই এমনকি তোমাদের জন্মের পূর্বেও তোমাদের প্রতি ইহসান করেছি। সন্তানরা বলল, (বাবা) আমাদের জন্মের পূর্বে কীভাবে আমাদের প্রতি ইহসান করলেন? তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের জন্য এমন মা বাছাই করেছি যার কারণে তোমাদেরকে কেউ কোনো দিন মন্দ বলার সুযোগ পাবে না।’

৩. সুন্নাহ অনুসরণ করে স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হওয়া

সুন্নাহ অনুসরণ না করে যখন স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হন আর সেই মিলনে যদি সন্তান হয় তাহলে শয়তান সেই সন্তানের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে। তাই মা-বাবার উচিত সন্তানের কল্যাণের জন্য সুন্নাহ অনুসরণ করা। যেমন হাদীসে এসেছে, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং বলে, “বিসমিল্লাহি আল্লাহুমা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা” আর সেই মিলনে যদি তাঁদেরকে সন্তান দেওয়া হয়, তাহলে শয়তান ঐ সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [বুখারী, হাদীস-৩২৭১]

৪. আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের জন্য দুআ করা

সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই মা-বাবার উচিত নেক সন্তানের জন্য দুআ করা। যেমন- কুরআনে কারীমে আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন-

“হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে চোখ জুড়ানো জীবনসঙ্গী এবং সন্তানাদী দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।”

[সূরা ফুরকান, আয়াত-৭৪]

“হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে নেককার সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দুআ শ্রবণকারী।”

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৮]

এভাবে আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দেওয়া দুআগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করা উচিত।

৫. মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সন্তানের হক

সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন মায়ের উচিত নিজেকে সবসময় ভালো কাজে নিয়োজিত রাখা এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা। মায়ের গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় মায়ের কার্যকলাপের প্রভাব সন্তানের উপর হয়ে থাকে, তাই মা ঐ সময় সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেকে ভালো আমলে নিয়োজিত রাখা উচিত। একইভাবে যেকোনো বদ আমল থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত।

সন্তানের জন্মের পর মা-বাবার উপর তাঁর অধিকার

১. সন্তানের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া

সন্তান জন্মের পর তার ডান কানে আযান দেওয়া ও বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন ফাতিমা (রা.) হাসান (রা.) কে জন্ম দিলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি যে, তিনি হাসান (রা.) এর কানে সালাতের আযানের মতো আযান দিলেন।”

[তিরমিযী, হাদীস-১৫১৪]

নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার কোনো সন্তান জন্ম নিল অতঃপর তার ডান কানে আযান দিল এবং বাম কানে ইকামত দিল তাহলে তার থেকে উম্মুস সাবিয়্যাতকে (খারাপ জিন/শয়তান) দূরে রাখা হয়।” [শুআবুল ঈমান, হাদীস-৮২৫৪]

২. সন্তানের জন্য তাহনীক ও দুআর ব্যবস্থা করা

সন্তানের জন্মের পর তার জন্য তাহনীক করা ও দুআ করা সুন্নাত। তাহনীক হলো মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু চিবিয়ে সন্তানের মুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে উত্তম হলো খেজুর চিবিয়ে দেওয়া। আর খেজুর না পেলে মিষ্টি জাতীয় কিছু সন্তানের মুখে দেওয়া। যেমন হাদীসে এসেছে,

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে (সদ্যোজাত) শিশুদের নিয়ে আসা হতো, আর তিনি তাঁদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাঁদেরকে তাহনীক করতেন।” [মুসলিম, হাদীস-১০১]

হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল, আমি তাঁকে নিয়ে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলাম। আর তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতঃপর তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন আর তার জন্য বরকতের দুআ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।”

[বুখারী, হাদীস-৫৪৬৭]

৩. সন্তানের জন্য সুন্দর নাম বাছাই করা

সন্তানের জন্য সুন্দর নাম রাখা এটা হলো সন্তানের অন্যতম অধিকার। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও তোমাদের বাবার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলোকে সুন্দর করে রাখ।” [আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৪৮]

৪. আকীকা করা

সন্তানের জন্মের ৭ম বা ১৪ তম বা ২১ তম দিনে ছেলে হলে দুইটি বকরি আর মেয়ে হলে একটি বকরি আল্লাহর নামে যবেহ করে সন্তানের মাথার চুল মুন্ডন করাকে আকীকা বলে। যাদের সামর্থ আছে তাদের উচিত সন্তানের কল্যাণের জন্য আকীকা করা। কেননা আকীকার কারণে সন্তানকে আল্লাহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এবং এতে করে সন্তান লাভের পর মা-বাবার পক্ষ থেকে শুকরিয়ারও বহিঃপ্রকাশ হয়। আকীকা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত,” রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আদেশ করেছেন ছেলের পক্ষ থেকে একই ধরনের দুইটি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকীকা করতে।” [তিরমিযী, হাদীস-১৫১৩]

৫. সন্তানের মাথার চুল মুন্ডন করা ও চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করা

হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা ন্যাড়া করতে হবে। ” [তিরমিযী, হাদীস-১৫২২]

হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করলেন এবং বললেন, “হে ফাতিমা, তার মাথা ন্যাড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য দান কর। তদানুযায়ী

আমি তার চুল ওয়ন করলাম আর ইহার ওয়ন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি ছিল।”
[তিরমিযী, হাদীস-১৫১৯]

৬. জন্মের পর দুই বছর দুধ পান করানো

সন্তানের জন্মের পর তাকে দুই বছর দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা মা-বাবার কর্তব্য।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

“আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।” [সূরা
বাকারাহ:২৩৩]

৭. আদর করা

সন্তানকে আদর-স্নেহ লালন-পালন করাও মা-বাবার অন্যতম কর্তব্য। হাদীসে এসেছে,
হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবন আলীকে চুম্বন করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা
বিন হাবিস তামীমী (রা.) বসা ছিলেন। তখন আকরা বললেন, আমারতো দশ সন্তান
আছে অথচ আমি তাঁদের কখনো চুম্বন করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না তাকে দয়া
করা হয় না।” [বুখারী, হাদীস-৫৯৯৭]

৮. সন্তানের জন্য বদদুআ না করা

সন্তানের কোনো আচরণে মা-বাবা রাগ করে বদদুআ করা উচিত নয়, কারণ এতে
সন্তান চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“তিনজনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়: (১) মাযলুমের দুআ (২) মুসাফিরের দুআ
(৩) সন্তানের জন্য মাতা-পিতার বদদুআ।” [তিরমিযী, হাদীস-১৯০৫]

৯. সন্তানকে আদব ও জ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা করা

সন্তানের যতগুলো হক রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাকে ইসলামের মৌলিক আদব ও ইলম শিক্ষা দেওয়া। আর এই শিক্ষাদানের বিষয়টি সাদাকা করার চেয়েও ফদীলতপূর্ণ।

হযরত জাবির বিন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের সন্তানদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়া প্রতিদিন মিসকীনদের অর্ধ ‘সা’ দান করার চেয়ে উত্তম।” [তাবারানী, হাদীস-২০৩২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, “তারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মা-বাবার হক কী কী আমরা জানি। তবে সন্তানের হক কী কী? তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (সন্তানের হক হলো) তার সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে আদব শিক্ষা দেওয়া।” [শুআবুল ইমান, হাদীস-৮২৯১]

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ছোটদের শিক্ষা দিতেন তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি একদিন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, হে বালক, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি (আর তা হলো), তুমি আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে তাহলে তুমি তাঁকে কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে চাও। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই করো। জেনে রাখো, যদি জাতির সকল লোকই তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। যদি জাতির সকল লোকই তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন।” [তিরমিযী, হাদীস-২৫১৬]

১০. নামায শিক্ষা দান

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নামায আদায়ে অভ্যস্ত করা মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হযরত আমর বিন শুয়াইব তিনি তার বাবা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে এর জন্য প্রহার করবে (যদি নামায না পড়ে) এবং তোমাদের সন্তানদের বিছানা পৃথক করে দিবে।” [আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৫]

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর নাতনী উমামা বিনতে যাইনাব (রা.) কে নিয়ে নামায পড়তেন, হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে যাইনাব ও আবুল আস বিন রবির ঔরসজাত সন্তান উমামা বিনতে যাইনাব (রা.) কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতে তাকে কাঁধে তুলে নিতেন।” [বুখারী, হাদীস-৫১৬]

এমনিভাবে সন্তানকে দ্বীনের সঠিক আকীদা ও আমলের শিক্ষা দেওয়া বা এর ব্যবস্থা করা মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১১. বিবাহের ব্যবস্থা করা

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়াও মা-বাবার দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু সাঈদ (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার সন্তান জন্ম নিল সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে ও তাকে আদব শিক্ষা দেয়। অতঃপর যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন যেন তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়। যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে না করিয়ে দেয় আর সে যদি গুনাহ করে তাহলে তার গুনাহ বাবার উপর বর্তাবে।” [বাইহাকী, হাদীস-৮২৯৯]

১২. সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

একাধিক সন্তান হলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মা-বাবার জন্য আবশ্যিক।

হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদল (সমতা) বজায় রাখো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদল (সমতা) বজায় রাখো।” [মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৮৪২০]

হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত অপর হাদীস, তিনি বলেন, “তার বাবা তাঁকে রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে এলেন এবং বললেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ), আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এই রকম দান করেছ ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার দান ফিরিয়ে নাও। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের মধ্যে আদল (সমতা) বজায় রাখো। অতঃপর আমার বাবা ঐ সাদাকা ফিরিয়ে নিলেন।” [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

আধুনিকতার ভয়াল থাবা

আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি, যখন পরিবর্তন অনিবার্য। ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ধরে রেখে ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে বাংলাদেশকেও। এই তাল মেলানোর প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদের। এ সমস্যার সম্মুখীন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। নীতিগত অবক্ষয় যে পূর্ববর্তী যুগে ছিলো না, তা নয়। প্রতিটি যুগেই সমাজে অবক্ষয় সম্পন্ন মানুষ ছিলো। তবে আধুনিকতার স্পর্শে বর্তমানে এ অবক্ষয় প্রকট আকার ধারণ করেছে। আধুনিকতার কারণে তৈরি হওয়া এমনই কিছু অবক্ষয়ের উদাহরণ দেখা যাক -

১. পরিচয় সংকট : বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে পরিচয় সংকট ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। তারা নিজেদেরকে কোন সাংস্কৃতিক বা কোন ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচয় দিবে সে ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা যে এক আল্লাহর বান্দা এবং এটাই যে তাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তা ভুলে যাওয়ার কারণে জীবনের প্রতিটি পদে বিপদের সম্মুখীন হয়। আধুনিকতার স্পর্শ দিয়ে সন্তানের অর্থহীন এবং নৈসলামিক নামকরণ এর অন্যতম কারণ।

২. অসম্প্রদায়িকতা : নিজের মুসলিম পরিচয় ভুলে মানব ধর্মকে উচ্চ মর্যাদা দিতে গিয়ে বর্তমানে অনেকেই বেছে নিচ্ছে অসম্প্রদায়িকতার পথ। এমনকি কোমলমতি শিশুদের মনে সূক্ষ্মভাবে বুনে দেয়া হচ্ছে অসম্প্রদায়িকতার বীজ। অন্য ধর্মের মানুষদের সম্মান দেয়া আর অন্য ধর্মকে ইসলামের সমান মর্যাদা দেয়া দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যা অনেক বাবা-মাও লক্ষ্য করেন না। এভাবে ছোট শিশুদের মনে কুফরি সৃষ্টি হতে থাকে যা পরবর্তীতে তাদের ঈমান ও আমলের জন্য বিপদজনক হয়।

৩. বস্তুবাদী মনোভাব: বর্তমানে শিশু কিশোরের মধ্যে খুব ছোট থেকেই বস্তুবাদী মনোভাব দেখা যায়। তাদের বাবা মায়েরা তাদেরকে নিজ চরিত্র বা আত্মিক অর্জনের গুরুত্ব না দিয়ে সম্পদ অর্জনের গুরুত্ব দিয়ে বড় করতে থাকেন। এর পেছনে মূল কারণ আধুনিকতা ও বৈশ্বিক ভোগবাদীতার প্রভাব। যেমন- আজকাল কিছু শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা অল্প খেলনা বা পোশাকে সন্তুষ্ট হতে পারে না, আরো বেশি বেশি খেলনা, পোশাক, খাবার পাওয়ার জন্য জেদ করতে থাকে।

৪. পরিবার গঠনের হুমকি : আধুনিকতার স্পর্শে এসে বর্তমানে কিশোর ও যুবকদের দেখা যায় তারা পরিবার গঠনে অনীহা প্রদর্শন করে। বৈবাহিক বন্ধন ছাড়াই সম্পর্কে থাকতে চায়। বর্তমানে লিভ টুগেদার, লিভ ইন রিলেশনশিপ এর প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের নিজস্ব পারিবারিক বন্ধনেও তাদের কোনো গুরুত্ব থাকে না। বরং পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যের মধ্যে নির্ভরশীলতা ও আত্মিক বন্ধনগুলো অগ্রাহ্য করে থাকে। পরিবারে একজন সন্তান হিসেবে তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের তেমন কোন জ্ঞান থাকে না।

৫. বিকৃত সামাজিক প্রচলন : যুবক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়, তারা আধুনিকতার প্রভাবে বিভিন্ন ট্যাবু বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে আসে এবং সেগুলো নিয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে থাকে যার ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের অন্যান্য অংশের উপর দারুণভাবে পড়ে। ইসলামী শরীয়ত ভিন্ন বয়সী ও ভিন্ন লিঙ্গের মানুষদের জন্য উন্মুক্ত আলোচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে দিয়েছে যেটা সকলের জন্য উপকারী। অথচ আধুনিকতার নাম নিয়ে সীমাগুলো ভেঙে উক্ত বিষয়গুলো নিয়েই অতিরিক্ত আলোচনা করে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে ধামা চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে ট্যাবু ভাঙ্গার নাম নিয়ে গায়রত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়। অথচ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেই সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব।

৬. নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ : সংশয়বাদ বর্তমান প্রজন্মের জন্য ভয়ংকর একটি হুমকি। যুবক সমাজের একটা বড় অংশ ধর্মীয় বিশ্বাস কে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা হিসেবে গ্রাহ্য করে। তাদের এমন মনোভাবের পেছনে আরো কিছু কারণ থাকে। যেমন - জ্ঞানীদের মধ্যে এবং তাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ গুলো যুবকরা সহজভাবে নিতে পারেনা এবং তাদের মধ্যে তৈরি হয় সংশয়বাদ। নাস্তিকতা এমন একটি বড় অভিশাপ। বিজ্ঞানের নামে আধুনিকতার অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে কিশোর বা ছাত্ররা নাস্তিকতার ফাঁদে পড়ে যায়। যুক্তিতর্ক দিয়ে তারা আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করে। বাবা-মা এর অগোচরে বিভিন্ন সাইন্স ফিকশন রচনা বিনোদনের রূপে সন্তানের মধ্যে নাস্তিকতার জন্ম দিতে থাকে যে পরবর্তীতে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

৭. ভুল আদর্শের অনুকরণ: কোন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় হুমকি হতে পারে ভুল আদর্শের অনুসরণ। শিশু কিশোররা খুব ছোট বয়স থেকেই পাশ্চাত্যের বা বৈদেশিক সংস্কৃতির মানুষদের আইডল হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের চাল চলন অনুসরণ করতে শুরু করে। অথচ মুসলিম সন্তান হিসেবে প্রকৃতপক্ষে যারা আদর্শ তাদের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণাটাও নেই তাদের। যেমন: বর্তমানে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের

একটা বড় অংশ বিভিন্ন নায়ক বা গায়ককে আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করে থাকে। তাদের চালচলন, পছন্দ অপছন্দ, জীবনপদ্ধতি সবকিছুই অনুকরণ করে থাকে। ভুল মানুষকে অনুকরণ করার দরুন একসময় তাদের জীবন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় এবং আখিরাত হুমকির মুখে পড়ে। একটি কোরিয়ান সঙ্গীত দলের প্রতি বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের উন্মাদনা মুসলিম পরিবারগুলোতে আশঙ্কা তৈরি করে।

বিস্তারিত:<https://www.prothomalo.com/entertainment/song/eaij2qwx0w>

৮. হালাল ক্ষেত্রের সংকট : আধুনিকতার নামে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে হারাম অপশনের এত বেশি ক্ষেত্র তৈরি হওয়ায় প্রয়োজনের সময় হালাল ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। অথচ একজন মুসলিম হিসেবে হালাল ক্ষেত্র তৈরি করা এবং হালাল ক্ষেত্রের সাথেই সম্পৃক্ত থাকা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক। যেমন : চাকরি ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফ্রি মিক্সিং থেকে শুরু করে হারামের মিশ্রণ অনেক বেশি পাওয়া যায়। একই সাথে বিভিন্ন বিনোদনের ক্ষেত্রেও হালাল বিনোদন এখন দুস্প্রাপ্য। একটা সময় সাধারণ অনৈসলামিক সমাজেও নারী পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হতো, কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সবকিছুতেই নারী পুরুষদের সম্মিলিত ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. আত্মীয়িক অবনতি : বর্তমান প্রজন্মের কিশোর এবং যুবকদের মাঝে খেয়াল করা যায় তারা টেকনোলজির প্রভাবে নিজেদেরকে এত বেশি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলে যে, তাদের আত্মার চাহিদা তারা বোঝে না, আত্মার উন্নতি বোঝে না। আত্মার উন্নতি করতে না পারায় তারা সহজে সফলতা পায় না, অল্পে ভেঙে পড়ে এবং তাদের জীবন হয়ে যায় দুর্বিষহ। সামান্য বিষয়েই তারা আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ২০২৩ সালে প্রতি মাসে গড়ে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

সূত্র : <https://www.prothomalo.com/bangladesh/ak3u9429wj>

১০. অকৃতজ্ঞতা : অকৃতজ্ঞতা এই প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মাঝে ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। কেউ উপকার করলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো এবং তার সহায়তা করাকে বর্তমান অনেক যুবক ছোট চোখে দেখে। পথে চলতে গেলে আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে দেখা হয়। নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সাথে দুর্ব্যবহার করা, গালি দেয়া, গায়ে হাত তোলা এসব এখন প্রায়ই দেখা যায়। যেই মানুষগুলোর শ্রম ছাড়া আমাদের জীবন কঠিন হয়ে যেত সেই মানুষগুলোর শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা, বর্তমান যুবসমাজ দিতে পারে না। আধুনিকতার প্রভাবে তারা টাকার মূল্য, পরিশ্রমের এবং রিজিকের গুরুত্ব বোঝেনা। কিছু কিছু কিশোরের আচরণ তো ফিরাউনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১১. আচরণগত বিকৃতি : এযুগের শিশু-কিশোরদের আচরণ পূর্ববর্তী প্রজন্মের থেকে অনেক বেশি ব্যতিক্রম। বাবা-মা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করা, ভালোবাসা দেয়া বিষয়গুলো অনেকটা লোপ পেয়েছে। কারো সাথে দেখা হলে সালাম দেওয়া, হাসি মুখে কুশল বিনিময় করার মতো বিষয়গুলো বিলীন হয়ে যেতে চলেছে। বরং এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেকোনো মানুষদের নিয়ে ট্রল করা, যেকোনো বয়সী মানুষের অনুভূতিকে ছোট করা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাস্তবেও বড়দের সাথে তর্ক ও ক্ষিপ্ত আচরণ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২. মানসিক অস্থিরতা: বিষন্নতা এবং উদ্বিগ্নতা ইদানিং প্রকটভাবে দেখা যায়। সামান্য আঘাত সহ্য করতে না পারা, কোন না পাওয়া সহ্য করতে না পারা এবং জোরপূর্বক নিজের ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করা, কথায় কথায় হুমকি দেয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা করা এবং আত্মহত্যা করা এই সবকিছুই আধুনিকতার কুপ্রভাব। একসময় যেই বয়সে মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, বর্তমানে সেই বয়সেও দেখা যায় কোন যুবক বা যুবতী তার জীবনের ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলো নিতে অক্ষম থাকে। মানসিকভাবে স্থিতিশীল হওয়া তাদের জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে যায়। এই অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত তাদের দিয়ে যায় গনবিচ্ছিন্নতায়।

তথ্য: <https://shrturl.app/VqlWR3>

১৩. ফিটনেসহীন : আধুনিকতার প্রভাবে অস্বাভাবিক লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে গিয়ে যুবক সমাজের মাঝে স্বাস্থ্যহানি দেখা যায়। বিস্তারিত: <https://shrturl.app/OaUJS->

এছাড়াও পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে বিভিন্ন সার্জারির মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৪. দায়িত্বজ্ঞানহীন: বর্তমান প্রজন্মে যুবকদের একটা বড় অংশ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন। একজন মুসলিম হিসেবে, পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে, একজন সহপাঠী হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে, জীবনসঙ্গী হিসেবে সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে তার কি কি দায়িত্ব আছে সে সম্পর্কে তারা সন্দেহান। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় তারা নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে শুধুমাত্র নিজের অধিকার নিয়েই সচেতন থাকে।

১৫. বেশভূষায় বিকৃতি : আধুনিকতার নামে ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি অনুসরণ করতে গিয়ে বর্তমান কিশোর এবং যুবকদের দেখা যায় তাদের বেশভূষায় তারা খুব নিম্নমানের পরিবর্তন নিয়ে আসে। চুলের পরিবর্তন থেকে শুরু করে পোষাক সবকিছুতেই তারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক স্টাইল মেনে চলে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ট্যাটু আঁকা এবং ছিদ্র করা তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীদের বেশভূষায় বিকৃতি কখনো কখনো তাদের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বেশভূষা অনুসরণ করতে গিয়ে তারা অপচয় করে ফেলে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং অর্থ।

১৬. জ্ঞানার্জন: বর্তমান ছেলেমেয়েরা মানসিক অস্থিতিশীলতার কারণে পড়াশোনায় মনোযোগী ও একনিষ্ঠ হতে পারে না। কোন প্রয়োজনীয় এবং জীবনমুখী বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে, তারা খ্যাতির বিড়ম্বনায় ভোগে এবং যেই জ্ঞান তাদেরকে খ্যাতি এনে দেবে সেই দিকে ছুটে চলে। দ্বীনী জ্ঞান হোক বা দুনিয়াবী, শিশুদের মনোযোগ সব সময় অন্যদিকে ছুটে যায়। এখন কিছু কিছু বিদ্যালয়ের অস্বস্তিকর পরিবেশও পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৭. স্ক্রিন আসক্তি : স্ক্রিন আসক্তি সব বয়সীদের ওপরই আধুনিকতার একটি অভিশাপ। টেকনোলজি যেখানে মানুষের জীবনকে সহজ করতে এসেছে, সেখানে স্ক্রিনআসক্তি মানুষের জীবনকে আরো কঠিন করে দিচ্ছে। মুসলিমদের করে দিচ্ছে ইবাদত থেকে গাফেল। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ক্রিনে অনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া এখন অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে। এই ভয়াবহ আসক্তির কারণে তাদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ক্ষতি হচ্ছে।

১৮. মাদকাসক্তি: মাদকের সম্পৃক্ততা কিছু ক্ষেত্রে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলেও এখন স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে মাদকের সহজলভ্যতা রয়েছে। আধুনিকতার হিসেবে মাদক গ্রহণ একটি সাধারণ স্টাইল যা বর্তমান প্রজন্ম খুব গুরুত্বের সাথেই অনুসরণ করে থাকে। সমাজে অন্যায়, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার একটা মূল কারণ হলো মাদকাসক্তি। ব্যক্তিগত জীবন, সংসার জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছু ধ্বংসের পথে চলে যায় এই আসক্তির ফলে।

১৯. হারাম রিলেশন: আধুনিকতার আরো একটি ভয়াল দিক হচ্ছে ফ্রি মিক্সিং। ছেলেমেয়েদের অবাধে মেলামেশা তাদেরকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিষয়টি সাধারণ কথা বলা দিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত যিনা, ব্যভিচার এ গিয়ে পৌঁছায় যেখান থেকে ফিরে আসার পথ খুব কঠিন। এই সম্পর্কগুলো গুলো শিক্ষা জীবনকে যেমন অস্থিতিশীল করে, বৈবাহিক জীবনেও নিয়ে আসে অভিশাপ।

২০. সময়ের অপচয় : আধুনিকতায় টেকনোলজির ব্যবহার আমাদের জীবনটাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। অনেক কঠিন কঠিন কাজ যেগুলো আগে অনেক সময় ধরে করতে হতো, সেগুলো বর্তমানে খুব সহজেই করে ফেলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে জীবন পদ্ধতি এত সহজ মনে হলেও, গভীরে গিয়ে দেখলে বোঝা যায় আমাদের বেঁচে যাওয়া সময়গুলো এবং সহজ হয়ে যাওয়া জীবনগুলো আরো বেশি জটিল করে ফেলেছে এই আধুনিকতা। মুসলিম জীবনের প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিকতার ব্যাপারে পিতা মাতার অসচেতনতা ও প্রতিকার

আধুনিকতার জ্ঞান থাকা প্রতিটি সচেতন বাবা-মার দায়িত্ব। সঠিক তরবিয়তের জন্য এটা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য জরুরী নয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতেই হবে তবে কোন বিশ্বস্ত সূত্র থেকে বাবা-মায়ের উচিত আধি আধুনিকতার বিষয়গুলো জানা এবং এ ব্যাপারে সচেতন থাকা।

১. কার্টুন : শিশুরা কথা শেখার আগেই তাদের বিনোদনের উপকরণ হিসেবে তাদের সামনে দিয়ে দেয়া হয় কার্টুন। আপাতদৃষ্টিতে কার্টুনগুলো শিক্ষণীয় মনে হলেও অনেক সময় এর মধ্যে লুকায়িত থাকে কাকের সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মিশন। অথচ বাবা মায়েরা বিষয়গুলোকে খুব স্বাভাবিকভাবে দেখে এবং ধরতেও পারে না কার্টুন এর মধ্যে দিয়ে তার বাচ্চার মস্তিষ্কে কি প্রবেশ করানো হচ্ছে। যেমন : বহুল প্রচলিত শিশুদের কার্টুন ‘Dora the explorer’ এর মূল চরিত্র একটি মেয়ে হিসেবে দেখানো হলেও চরিত্রটি সমকামিতা প্রচার করে।

তথ্য: <https://lineandbreak.com/dora-the-explorer-im-gay/>

২. ডিভাইস: সন্তানদের ব্যস্ত রাখার জন্য কিংবা ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়ানোর জন্য বাবা-মা অল্প বয়সেই তাদের হাতে ডিভাইস তুলে দেন। এর ফলে সন্তানের শারীরিক ক্ষতি তো হয়ই, সাথে সাথে তাদের মানসিক বিকাশেও ব্যাপক ক্ষতি হয়। শুরুতেই না আটকানোর ফলে এমন একটা সময় আসে যখন তারা ডিভাইসের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তারা অসামাজিক হয়ে যায় এবং তাদের আচরণ অন্যান্য আসক্ত ব্যক্তিদের মতো অস্বাভাবিক হয়ে যায়। এছাড়াও ডিভাইসের আরো ভয়াবহ কিছু প্রভাব বাবা-মার অগোচরেই তৈরি হয়ে থাকে। বাবা-মা কখনো বাচ্চাদেরকে নতুন কিছু জানার জন্য পড়াশোনার সুবিধার জন্য ডিভাইস দিয়ে থাকেন। বাচ্চারা তাদের বাবা-মায়ের সামনে হয়তো সাধারণ কার্টুন কিংবা শিক্ষণীয় কিছু দেখতে থাকে কিন্তু বাবা-মার অগোচরে তারা সে ডিভাইসকে যেভাবে ব্যবহার করে তার সম্পর্কে কোন ধারণাও হয়তো বাবা-মার থাকে না। টেকনোলজির দিক থেকে তারা বাবা-মায়ের তুলনায় উন্নত হওয়ায় সহজেই ধোঁকায় রাখতে পারে। এভাবে তারা অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে যেখান

থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। হয়তো অনেক বছরের আসক্তির পর বাবা-মা তাদের সন্তানের অস্বাভাবিক আচরণ খেয়াল করেন ঠিকই, কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকেনা। এর প্রতিরোধে বাবা মায়ের উচিত সামান্য কারণে তাদেরকে ডিভাইস ব্যবহার করতে না দিয়ে বরং তাদেরকে অন্য কোন ভালো কাজে আগ্রহী করা গঠনমূলক কাজ বই পড়া সামাজিক কোনো কাজে সময় দিলে তারা এই অন্ধকার জগতের সহজে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩. জেনারেশন ভিত্তিক তরবিয়ত: বাবা-মায়েরা অনেক সময় মনে করে তারা নিজে যেভাবে বড় হয়েছে, তাদের নিজের বাবা-মা যেভাবে তাদেরকে শাসন করেছেন, সন্তানদেরকেও ঠিক সেভাবে শাসন করলেই উপকার হবে। কিন্তু সব সময়ে তা সুবিধার হয় না, কখনো এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কেননা যুগের সাথে সাথে তরবিয়তের পদ্ধতি পরিবর্তন হতে থাকে এবং প্রজন্ম ভেদে এই তরবিয়ত এর জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। যেমন, ১৯৯৫ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম কে জেনারেশন Z বলা হয়। এরপর ২০১০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত জন্ম নেয়া প্রজন্মকে জেনারেশন আলফা বলা হয়। এখন যদি আলফা প্রজন্ম কে জেড প্রজন্মের মতো করেই আধুনিকতার শিক্ষা দেয়া হয়, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না বরং বাবা-মায়ের বেশ কিছু পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে। বাবা-মাদের উচিত তার সন্তানের প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী সচেতন হয়ে সঠিক তরবিয়ত দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, আলফা জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা টেকনোলজিগত বিষয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয়ে তুলনামূলক বেশি জ্ঞান রাখে। এছাড়াও তাদের শেখার ক্ষমতা বেশি হয়, তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়, স্বাধীনচেতা হয় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়। অতএব এই প্রজন্মের বাবা মাদেরকে অবশ্যই তাদের এই ভিন্ন প্রজন্মগত বৈশিষ্ট্য গুলোর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

তথ্যসূত্র : <https://parenting.firstcry.com/articles/generation-alpha-characteristics-and-parenting-tips/>

৪. প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি: মুসলিম বাবা-মায়ের উদ্দেশ্য থাকে তাদের সন্তানকে দ্বিনি শিক্ষা দেওয়া এবং উত্তম ইবাদতকারী বানানো যা নি সন্দেহে উত্তম লক্ষ্য। কিন্তু অনেক সময় বাবা-মা অসচেতন হয়ে যান যে ব্যাপারটিতে তা হল, সন্তান নিজেকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে কিভাবে বাঁচাবে। নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা কিভাবে গড়ে তুলবে। কিভাবে বাইরের জগতের সম্মুখীন হবে। অথচ প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে না তুললে ইবাদত বন্দেগী শিখেও তার পথভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি থেকে যাবে। তাই বাবা মাদের জানতে হবে কোন কাজগুলো করলে সন্তান সহজে তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, বাইরের আধুনিক দুনিয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে।

৫. সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষা: সন্তানেরা অনেক সময় বয়সের কারণে কৌতুহলবশত অনেক কিছু জানতে চায় কিন্তু বাবা-মা তাদেরকে সময়মতো সেগুলোর শিক্ষা না দিয়ে ‘জানতে হবে না’, ‘বড় হলে জানবে’ এসব বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন। বাবা-মায়ের এই অভ্যাসগুলোর কারণে সন্তানদের মনে কৌতুহল আরো বাড়তে থাকে এবং সন্তানেরা তখন অন্য কোন উৎস থেকে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। শিশু বয়সে যদিও তারা প্রয়োজনীয় উৎস পায় না, কিন্তু কিশোর বয়সে তারা বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে মেলামেশা করে, দিনের একটা বড় সময় তারা বাড়ির বাইরে কাটায়। এই সময়টুকুতে তারা তাদের বন্ধুদের থেকে বা অন্য কোন সঙ্গ থেকে তাদের প্রশ্নের উত্তর গুলো খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করে। সন্তানেরা সবসময়ই যে নিরাপদ উৎস থেকেই তাদের কৌতুহল মেটাতে পারবে এমনটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তাই বাবা-মায়ের উচিত সঠিক সময় সন্তানকে বাড়ি থেকেই সঠিক শিক্ষাগুলো দিয়ে দিতে যাতে বাইরের কোনো উৎস থেকে সে ভুল তথ্য বা ক্ষতিকর তথ্য নিয়ে বিপথগামী হতে না পারে। বাবা মার নিজের না জানা থাকলে তাদের কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস এর সাহায্য নিয়ে এক সন্তানকে জানাতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করার পদ্ধতি, সেকুলারিজম ফেমিনিজম লিবারেলিজম, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন আলোচিত বিষয় গুলো নিয়ে সন্তানের সাথে সরাসরি আলোচনা করে নিলে তারা

এগুলোর কুপ্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। মনে রাখতে হবে, “আপনি যদি সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষার্থীর সন্তানকে না দেন তবে বৈঠক সময়ে বৈঠক লোকে তাকে বৈঠক শিক্ষাটা দেবে।” [বই: কুররাতু আইয়ুন ২]

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তান লালন পালন

বাবা মায়ের মনে রাখতে হবে সঠিক তোর বিয়েটা ঘর থেকেই শুরু হয়। বাবা মা ই সন্তানের শ্রেষ্ঠ এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমাদের শিখিয়েছেন- রাব্বির হামছমা কাবা রাব্বায়ানি সাগিরা ।

ওঠো হে আল্লাহ আপনি আমার পিতা মাতার প্রতি সেরকম দয়া দয়া করুন যেরকম তারা ছোটবেলায় আমার উপর করেছেন।

এ আয়াতে রহমান শব্দের অর্থ দয়া এমন দয়া যেটা আল্লাহ বিশেষভাবে বাবা মায়ের অন্তরে দিয়ে দিয়েছেন যাতে সে সুন্দরভাবে তার সন্তানের লালন পালন পরিচর্যা করতে পারে। একটা বীজ বপন করলে বা একটা চারা রোপন করলে যে রহম বা দয়া দিয়ে একটু করে তার পরিচর্যা করে তাকে বড় করতে হয় তার থেকে সুফল পাওয়ার জন্য, ঠিক সেই পরিমাণ দয়া বাবা-মার অন্তরে আলাদা তালা দিয়ে রাখেন তার সন্তানদের পরিচর্যা করার জন্য। অতএব বাবা মাকে আল্লাহ প্রদত্ত এই দয়া ব্যবহার করে তার সন্তানের সঠিক তদন্ত দিতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে তার লালন পালন করতে হবে।

১. শিশুদের প্রতি কোমল হওয়া: রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের শিশুদের প্রতি দয়াশীল ও কোমল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তার কাছে কোন শিশুকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে কোলে বসাতেন। এখন কি কোন শিশু তার ঘরে প্রস্রাব করে দিলেও তাকে সরাতেন না যতক্ষণ না নিশ্চিত হতেন যে শিশুটির প্রস্রাবের বেগ শেষ হয়ে গেছে।

উম্মে কুরয খোযায়ি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে আসা হলে সে প্রস্রাব করে দেয়। রাসূল নির্দেশ দিলেন ফলে পানি

ছিটিয়ে দেওয়া হল । আরেকটি মেয়ে বাচ্চা প্রস্রাব করলে তিনি নির্দেশ দিলেন । ফলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হলো । [মুসনাদে আহমাদ, ২৬১০৪]

তিনি শিশুদের স্নেহ করতেন এবং অন্যদের ও করতে বলতেন ।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের অধিকার বোঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

[সহি আল আদাবুল মুফরাদ লিল আলবানি:২৭১]

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার ও শিশুদের প্রতি সবার চেয়ে বেশি স্নেহশীল ছিলেন ।

[সহিহ আল জামে]

তিনি ছোট শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতেন আনন্দ করতেন রসিকতা করতেন, এর মাধ্যমে তিনি শিশুর মনের কোমলতাকে জাগিয়ে তুলতেন । এতে শিশুদের অন্তরের রুক্ষতা ও কাঠিন্য দূর হতো । অথচ কখনো কখনো বাবা-মায়ের দেখা যায় তারা বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করেন না তাদের সাথে কমল আচরণ করেন না পরবর্তীতে সেই শিশুগুলোর অন্তরে রূপকথা তৈরি হয় এবং তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে ।

২. প্রহার না করা

শিশুদের শাসনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা উচিত নয় এতে তাদের উপকার তো হয় না বরং ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বিচক্ষণ অভিভাবক হলো সে যে কোমল ভাবে শিশুকে তার ভুল ধরিয়ে দেয় এবং ভুল সংশোধনের সৎ সাহস যোগায় । কখনো কখনো শাসনের জন্য প্রহার করা প্রয়োজন হলেও দশ বছরের চেয়ে কম বয়সে কাউকে প্রহার করা যাবে না । এর বড় কাউকে আঘাত করলেও প্রহার যেন চামড়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে । পাশাপাশি শিশুর স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন । তিনি বলেছেন “তোমাদের কেউ যখন প্রহার করবে তখন চেহারা থেকে বেঁচে থাকবে ।” [মুসলিম:৪৭২৯]

অতএব প্রতিটি অভিভাবক এর উচিত শাসনের ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করা এবং প্রহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

৩. শিশুরা যা দেখে তাই শিখে- খেয়াল রাখা

শিশুরা স্বাভাবিকই অনুকরণ প্রিয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রতিটি নবজাতক তার স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।” [সহীহ বুখারী: ১৩৫৮]

হাদিস থেকে বোঝা যায় শিশুরা সেই শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করেই বেড়ে ওঠে যেটা সে তার বাবা-মাকে করতে দেখে। কোন বাবা মাকে যদি তার সন্তান কোরআন তেলাওয়াত করতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে এবং সৎ আচরণ করতে দেখে তাহলে তার মাঝেও সেই অভ্যাস গড়ে ওঠে। আপুটিকে যদি কোন শিশু তার বাবা মাকে অসতুপায় অবলম্বন করতে ঝগড়া চিৎকার চেষ্টামেচি করতে ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে তাহলে সে শিশুর মাঝেও সে অভ্যাসগুলোর গড়ে উঠবে। এর একটা সুন্দর উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায় নবী ইউসুফ আঃ কে। তার জীবনে সবচেয়ে বড় ইতিবাচক প্রভাব ছিলেন তার বাবা। তার শিশু বয়সে তিনি বাবার সংস্পর্শে থেকেছেন এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছেন। ঘটনা ক্রমে তার বাবার থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর পরবর্তী যেকোনো পর্যায়ে তিনি ছিলেন কুফফার এবং ফাসাদের মধ্যে জাহিলি পরিবেশে। অথচ তার বাবার শিশু কালে দেয়া শিক্ষাটাই তিনি পুরোটা জীবন প্রয়োগ করে গেছেন। অতএব বাবা আমাদের প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হবে শিশুরা তাদের প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করে এবং অনুকরণ করার চেষ্টা করে সেই অনুযায়ী শিশুদের সামনে আচরণ করতে হবে।

৪. শিশুকে অহেতুক বিষয় না শেখানো

বর্তমানে বাবা-মাদের দেখা যায় তারা অপ্রয়োজনীয় এবং দুনিয়াবী বিষয় কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিশুকে শিখিয়ে থাকে। নাচ-গান শেখানো নিষিদ্ধ ছবি আঁকা শেখানো এমন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর জন্য বাবা মার জোর দিয়ে থাকেন অল্প বয়সেই তাদের উপর অনেক চাপ দিয়ে রাখেন। কখনো কখনো তাদেরকে দুনিয়াবী পড়াশোনায় অতিরিক্ত জড়াজড়ি করেন। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়। কারণ এতে শিশুর উপকারী জ্ঞান অর্জনের উপর তো বাধা পড়ে ই পাশাপাশি তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। একটা পর্যায়ে তারা সহজে গুনার দিকে এগিয়ে যায়।

৫. ছোট থেকেই শিশুর ত্রুটি সংশোধন করা : কিছু বাবা-মা সন্তানদেরকে তাদের ভালো কাজে সাপোর্ট দিতে গিয়ে তাদের খারাপ কাজগুলো কেউ সাপোর্ট দিয়ে থাকেন। এটা বাবা মায়েরা শুরু করেন শিশুর খুব অল্প বয়স থেকেই। বাবা মায়ের সামনে এসে সকল ভুল করলে অন্যায় করলে বাবা-মা তাদেরকে ছাড় দেন এবং বলেন শিশুরা ভুল করতেই পারে। অথচ এই অভ্যাসটা ছোটতেই একবার তৈরি হয়ে গেলে, পরিণত বয়সেও এই অভ্যাস থেকে যায়। পরবর্তী জীবনে ও তারা সেই ত্রুটি গুলো করতে থাকে এবং নিজের জীবনে নিজে বিপর্যস্ত হয়।

৬. মা হবেন আসল দায়িত্ববান

বর্তমান সমাজে নারীবাদী চেতনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মায়েরা তাদের নিজের দায়িত্বই ভুলে যাচ্ছে। একজন সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বেশি অধিকার এবং সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব একজন মায়ের। সন্তানের ব্যাপারে মায়ের পিতার তুলনায় অগ্রাধিকার রয়েছে। কেননা সন্তানের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ অপরিমেয়। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মায়ের অগ্রাধিকারের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে।’ (সূরা : আহকাফ, আয়াত : ১৫)

তাফসিরবিদরা বলেন, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ মায়ের কষ্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, মা সম্মান-মর্যাদা ও মূল্যায়নে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-ও বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এক লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল : হে আল্লাহর রাসুল, আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী (সা.) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার বাবা।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৭১)

৭. পিতা মাতার কাজের আমলের প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে

পিতা-মাতার কাজের আমলের প্রভাব দুই ভাবে সন্তানের উপর পড়তে পারে এক সন্তানের উপস্থিতিতে আরেক সন্তানের অনুপস্থিতিতে। সন্তানের উপস্থিতিতে যেসব প্রভাব পড়ে সেগুলো হলো সন্তানের আচরণগত প্রভাব হঠাৎ পিতা-মাতা যদি সন্তানের সামনে ভালো আচরণ প্রদর্শন করে এবং ধৈর্যের সাথে তাকে লালন পালন করে তবে সন্তানও পিতা-মাতা থেকে ধৈর্যশীল এবং পিতামাতার সৎ গুণ গুলো আয়ত্ত করবে। অথচ পিতা-মাতা যদি দুর্ব্যবহার রাগারাগি অধৈর্য হওয়া প্রহার করা এসব আচরণ প্রকাশ করে সন্তান এসব আচরণ ধারায় প্রভাবিত হবে শুধু তাই নয় এসব আচরণের প্রভাব দ্বারা অন্যদের জীবনেও ফেলবে।

সন্তানের অনুপস্থিতিতে যে প্রভাব গুলো পড়ে সেগুলো হচ্ছে পিতা মাতার করা গুনাহের কাজগুলোর প্রভাব অনেক সময় সন্তানের জীবনে পড়ে। পিতা-মাতার নিজের জীবনে করা গুনাহ গুলোর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের অবাধ্য সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। এভাবে তাদের খারাপ আমাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানেরাও।

৮. গর্ভবতী মায়ের কাজের প্রভাব গর্ভজাত সন্তানের উপর পড়ে:

গর্ভাবস্থায় মায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব যেমন গর্ভের সন্তানের উপর পড়ে ঠিক তেমনি মায়ের আমলের প্রভাব ও সন্তানের জীবনে পড়ে। গর্ভবতী মায়েরা

যত বেশি দুআ ও নেক আমল করতে থাকেন তাদের সন্তান তত বেশি নেককার হয়। অপরদিকে গর্ভাবস্থায় মায়েরা জুতো আমাদের সাথে জড়িত থাকেন এবং নিজেদেরকে দিনে আমল থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়ারী কাজে সময় ব্যয় করেন সেই মায়েদের সন্তানের া সহজে নেককার হয় না আচরণেও বদ আমল প্রকাশ পায়। কাছেই গর্ভাবস্থায় প্রতিটি মায়ের উচিত নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি নিজের নেক আমলের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

৯. কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা না বলা

মানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সত্য বলতে তাগিদ দিতেন এবং মিথ্যা বলতে নিষেধ করতেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ বলেন, আমার আম্মা আমাকে ডাকলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন আমাদের ঘরে বসে ছিলেন। আম্মা আমাকে বললেন, “ কাছে এসো, জিনিস দিব। ” রাসূল বললেন, “ তুমি ওকে কি দিতে চাইছো? ” আম্মা বললেন, “ ওকে একটু খেজুর দিবো। ” রাসূল আম্মাকে বললেন, “ যদি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার নামে মিথ্যার গুনাহ লেখা হতো। ”

[শরহু আওনিল মা'বুদ: ১৩/২২৮]

এ থেকে বোঝা যায় শিশুদের কোনভাবেই ধোঁকা প্রতারণা শেখানো কাম্য নয়।

আবু তাইব বলেন, শিশুদের কান্নার সময় তাকে থামাতে কিছু দেওয়ার যে অযথা বিশ্বাস দেওয়া হয় এবং হয়তো কিছুর ভয় দেখানো হয় সেটাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ শিশুদের লালন পালনে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো যাবে না।

১০. শিশুর মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা

শিশুকে অল্প বয়স থেকেই তাকওয়াবান করে তোলার জন্য অভিভাবককে পরিশ্রম করতে হবে। শিশুকে শেখাতে হবে যে, আল্লাহ্ সবসময় আমাদের দেখছেন। তিনি আমাদের সঠিক ভুল শিখিয়ে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহকে ভয় করে একাকি অবস্থাতেও কোন গুনাহের কাছে জড়ানো যাবে না। বাবা-মা পাশে থাকা অবস্থাতে যেভাবে ভালো হয়ে থাকবে, বাবা-মার অনুপস্থিতিতেও যেন সেভাবে ভালো হয়ে চলে।

এছাড়া পরকালের শাস্তির কথা অল্প পরিসরে শিশুদের শেখাতে হবে। অল্প বয়সেই তাকওয়ার চর্চা হয়ে গেলে পরবর্তী জীবনেও সে একজন তাকওয়াবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

১১. শিশু কে সুশিক্ষা বা দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা

দ্বীনি শিক্ষা শিক্ষিত করা ব্যতীত শিশুকে সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। কারণ একমাত্র ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই সে ভালো-মন্দর পার্থক্য করতে জানবে এবং নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অল্প বয়সেই তার পরিবার থেকে ইসলামের মূল বিষয়গুলো যেমন- ঈমান, আল্লাহ তায়ালায় পরিচয়, নবী রসুল এর জীবনী, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা, তাহারাৎ, কুরআন তিলাওয়াৎ, হালাল হারাম ইত্যাদি শেখাতে হবে। এছাড়াও দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে সুন্নত পালন এবং মাসনুন আমল শেখাতে হবে।

১২. মা বাবার যথেষ্ট সময় দেয়া

শিশুরা আকর্ষণ পেতে খুব পছন্দ করে। যারা তাদের বেশি সময় দেয় তাদেরকেই শিশুরা বেশি ভালোবাসে। অথচ অনেক বাবা মায়েরা সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেয় না নিজের জীবিকা নির্বাহী পুরো দিন কাটিয়ে দেয়। অবশেষে রাতে ক্লান্ত শরীরের ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক সময় তো শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব বাইরের কোন ব্যক্তির উপর দিয়ে দেয়। এই শিশুগুলো অস্বাভাবিক বিকাশ নিয়ে বড় হয়। বিশেষ করে ভেঙ্গে যাওয়া পরিবারগুলোর ছেলে মেয়েদের আচরণে এর কুপ্রভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এত এত দায়িত্ব পালন করার পরও শিশুদের সময় দিতেন। তাদের সাথে মুআনাকা করতেন কুশল বিনিময় করতেন। খেলাধুলা করতেন এবং সুন্দর সময় কাটাতেন।

১৩. শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম একবার বালক ইবনে আব্বাস কে বললেন, “হে বালক, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর অধিকার কে সংরক্ষণ করো ,

আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেফাজত করবেন । আল্লাহর অধিকার কে সংরক্ষণ করো, তুমি তাকে সামনে পাবে। যখন প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছে কর। যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই চাও। জেনে রাখ, সবাই মিলে যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। আর যদি সবাই মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা কিছুই করতে পারবে না । কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে। [সহিহ সুনান আত তিরমিজি, ২৫১৬]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, “হে প্রিয় বৎস, যদি প্রভাত ও সন্ধ্যা এমন ভাবে অতিবাহিত করতে পারো যে, তোমার মনে কারো প্রতি দ্বेष থাকবে না, তাহলে তুমি সেটাই কর।”

এরপর তিনি বলেছেন, “হে বৎস, এটা হল আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহকে জিন্দা করল সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।” [তিরমিযি: ২৬০২]

এছাড়াও আমরা দেখি, রসূল (সা.) সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বালকদের মাঝে প্রতিযোগিতা করাতেন এবং তাদের উৎসাহ জাগাতে উত্তীর্ণদের পুরস্কৃত করতেন।

আমার তিনি শিশুদের গোপনীয়তা রক্ষা করতেও শিখিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , “রাসূল সাঃ একদিন আমাকে তার সাথে তার বাহনের পেছনে উঠালেন । অতঃপর তিনি আমাকে একটি গোপন কথা বললেন , আমি সেটা কাউকে বলবো না।” [মুসলিম:৫১৭]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, রসূল (স) ছিলেন উত্তম শিক্ষক । তিনি ছোটদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাদের বোঝাতেন । এমন ভাবে তাদের নির্দেশনা দিতেন যেন তারা সহজে তা উপলব্ধি করতে পারে এবং আমল করতে পারে।

১৪. বালেগ হওয়ার পূর্বেই সন্তানকে যে কোন হাতের কাজ শেখানো যাতে সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা দেখতে পাই আর দোষ সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হতে স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে তরুণদের প্রতি তিনি যত্ন নিয়েছেন। তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাফর যিনি মুতা যুদ্ধে উভয় বাহু হারান। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁকে দুটি পাকা দান করেন ফলে রাসূল তার নামের সাথে জুড়ে দেন তাই আর উপাধি অর্থাৎ পাখা দুটিতে ভর করে তিনি জান্নাতে উড়ে বেড়ান। এত সম্মানের অধিকারী ছেলেটি বাজারে প্রক্রিয়াজের চামড়া মশক বিক্রি করছিলেন। রাসূল তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, হে আল্লাহ আপনি তার ব্যবসায় বরকত দান করুন। এভাবে কোন দোয়ার বশবর্তী না হয়ে অল্প বয়সী ছেলেটিকে তিনি স্বনির্ভর করতে চেয়েছেন।

ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অভিভাবকদের কর্তব্য হলো ছোটদের থেকে অলসতা, অকর্মণ্যতা, আরামপ্রিয়তা এবং বিলাসিতা দূর করা। এগুলোর বিপরীত গুণগুলো তাদের মাঝে তৈরি করা। মাঝে মাঝে কষ্টকর কাজ তাদের অর্পণ করা উচিত যাতে করে আলসেমি কেটে যায়। অলসতার পরিণাম কখনোই ভালো হয় না। জীবনের বরকত নষ্ট করে দেয়। অনুতাপ এবং দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, কর্মদক্ষতা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিণাম খুবই ভালো। দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। সবচেয়ে সুখী মানুষ হলো সে, যে সবচেয়ে পরিশ্রমী। আর সবচেয়ে অসুখী সে, যে সবচেয়ে অকর্মা। দুনিয়ার নেতৃত্ব ও সাফল্য কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া অর্জন করা যায় না।

বর্তমান যুবক সমাজ প্রচন্ড আরাম প্রিয় হালাল-হারামের কোন বাছ বিচার না করে অনর্থক কাঁদে তাদের সময় কাটিয়ে দেয়। এর অন্যতম কারণ তাদের অভিভাবকরা তাদের কর্ম মুক্ত রাখে এবং বৈধ অবৈধ বিচার না করে তাদের সকল বায়না মিটিয়ে দেয়। অতএব ছোট থেকেই শিশুদের মনে পরিশ্রম করার এবং দায়িত্ব নেয়ার তরবিরত দেয়া উচিত।

সন্তানকে দ্বিনি শিক্ষায় শিক্ষিতকরন

একটি দ্বিনি প্রজন্ম পাওয়ার জন্য সবথেকে উত্তম উপায় হল শৈশবে ই শিশুদের দ্বিনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যদি পরপর দুই প্রজন্ম ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তবে তৃতীয় প্রজন্ম নিশ্চিত ভাবে ধর্মীয় চর্চা-শিক্ষা-পরিচয় ধরে রাখতে অক্ষম হবে। সন্তানকে দ্বিনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অল্প বয়সেই দ্বিনের প্রাথমিক জ্ঞানগুলোর সন্তানকে শিখিয়ে দিতে হবে যেমন -

১. আল্লাহর পরিচয়- শিশুদের আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি গুণবাচক নাম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা গল্পের আকারে শিশুদের শিখিয়ে দিতে হবে। এতে তারা আল্লাহ তাআলার পরিচয় জানবে এবং পরবর্তীতে নিজের জীবনে সেই গুণবাচক নাম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করতে পারবে। আল্লাহর গুণ থেকে গুণান্বিত হয়ে নিজের চরিত্র গঠন করতে পারবে।

২. নবী রসুল গণের পরিচয়- আমাদের দেশের বাচ্চারা ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি ইত্যাদি অবাস্তব গল্প শিখে বড় হয়। অথচ তাদেরকে বাস্তবসম্মত গল্প শেখানো উচিত। এর জন্য সবচেয়ে ভালো হলো নবী রাসুলের জীবনী। শিশুদের গল্পের আকারে নবী রাসুলগণের জীবনী শোনানো যেতে পারে। নবী রাসুলদের জীবনে কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা কিভাবে নিজের আদর্শ ধরে রেখেছিলেন, গুনাহমুক্ত ছিলেন, কিভাবে তারা আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারেন তা শিশুদের মনে ছোটতেই বুনে দিতে হবে। যেন অল্প বয়সেই তারা নিজেদের জীবনের রোল মডেল খুঁজে পায়। এবং কোন ভুল মানুষকে নিজের আদর্শ হিসেবে বাছাই করতে না পারে। এক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী সহজ সহজ ছোটগল্প দিয়ে শুরু করতে হবে।

৩. পরকাল- আল্লাহভীতি তৈরি করার একটি উপায় হল শিশুকে পরকাল সম্পর্কে শিক্ষাদান। শিশুকে জানাতে হবে এই জীবনটা তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আখিরাতের জীবন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের শিখাতে হবে মৃত্যু অনিবার্য এবং মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের আখিরাতের জীবন শুরু হবে। দুনিয়ার জীবনের পুরোটা সময় যে

তাকে আখিরাতে সফলতার জন্যই সংগ্রাম করে যেতে হবে সে শিক্ষাও দিতে হবে।
জীবনে ভালো কাজের বিনিময়ে জান্নাত এবং খারাপ কাজের বিনিময়ে জাহান্নাম পাওয়া
যাবে- এভাবে সুস্পষ্টভাবে তাকে তার আমলের পরিণতি শিখাতে হবে। যেহেতু ছোটরা
নিষ্পাপ থাকে এবং শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে না , অল্প বয়সে তাদের মনে এই
তাকওয়া তৈরি হলে , পরবর্তীতে তাদের জন্য তা মেনে করে চলা সহজ হবে।

৪. ফেরেশতা - কুরআন হাদিসের গল্পের আলোকে হলেও শিশুদের মনে
ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস তৈরি করতে হবে। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস করা
ঈমানের একটি অংশ। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি এবং আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন কাজে
নিয়োজিত রেখেছেন। এমনকি আমাদের সাথেও ফেরেশতাগণ থাকেন যারা আমাদের
পাপ পুণ্যের হিসাব গুলো লিখতে থাকেন। কবরের জীবনেও প্রথম আমাদের সাথে
সাক্ষাত হবে ফেরেশতাগণের। ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের উপস্থিতির
ব্যাপারে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।

৫. ইবাদাত- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ইবাদত। একজন মুসলিম হিসেবে কিভাবে
২৪ ঘন্টায় ইবাদতের মধ্যে থাকা যায় সেই উপায় ছোটদের শেখাতে হবে। নামাজের
গুরুত্ব, রোজার গুরুত্ব, যাকাতের গুরুত্ব এবং হজ্জের ব্যাপারেও শিশুদের শেখাতে
হবে। এছাড়া সুন্নাত এবং নফল আমলের ব্যাপারেও শিশুদের জানিয়ে রাখতে হবে
ছোটবেলা থেকেই সালাত এর চর্চা শুরু করলে তার আগ্রহ নিয়ে তা পালন করতে
থাকে। অভ্যাস তৈরি হয়ে গেলে সহজে তাদেরকে বিপথে নেয়া যায় না।

৬. কুরআন শিক্ষা- কোরআন তেলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদত। প্রত্যেক
মুসলিমের জন্য কোরআন তেলাওয়াত শেখা আবশ্যিক। ছোটবেলাতেই সাধারণ
লেখাপড়ার হাতেখড়ির সাথে সাথে কুরআন শিখিয়ে দেয়া এবং তেলাওয়াতের অভ্যাস
তৈরি করে দেয়া উত্তম। এতে একটা সময় তারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে জানবে
এবং কোরআন এর ভেতরে দেয়া শিক্ষাগুলো তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। এছাড়াও
শিশুরা কথা বলতে শিখলে ছোট ছোট সূরা গুলো বারবার তেলাওয়াত করে তাদেরকে

মুখস্ত করিয়ে দেয়া উচিত। পাশাপাশি কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব এবং আদব শিশুদের শেখানো দরকার।

৭. পবিত্রতা- অনেক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষও পবিত্রতার সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখেনা। অথচ এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত গুনাহগার হতে থাকে। তাই শিশুদের নাবালেগ অবস্থাতেই তাদের প্রয়োজনীয় পবিত্রতার বিধানগুলো শিখিয়ে দেয়া প্রয়োজন। ওযুর ফরজ, গোসলের ফরজ, নাপাকি থেকে বেঁচে থাকা, পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা ইত্যাদি পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞানগুলো শিশুদের শেখানো উচিত।

৮. হালাল-হারামের বিধান- দৈনন্দিন জীবনে শিশুদের চালচলনে ছোট ছোট আচরণে হারাম কিছু চোখে পড়লে সাথে সাথে শুধরে দেয়া উচিত। যেমন ছোট বাচ্চারা মিথ্যা কথা বলতে পারে, আমার কোন হারাম বিষয়কে তারা স্বাভাবিক ভালো কিছু ভেবে বসতে পারে। বাবা মায়ের অবশ্যই দায়িত্ব হবে এ অবস্থায় বাচ্চাকে শান্তভাবে বসিয়ে উপদেশ দেওয়া এবং কাজটি যে ভুল তা শিখিয়ে দেওয়া।

৯. উত্তম আখলাক- শিশুদের আখলাক গঠনের ব্যাপারে পিতা-মাতার বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া উচিত। এ অবস্থায় বাবা মা যেটা করতে পারেন, সালাম দেওয়া, আপনি সম্বোধন করে ডাকা, বাড়ির বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা, কাউকে বিপদে দেখলে সাহায্য করা, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা যত্ন করা, আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া, গাছ লাগানো, পশু পাখিকে খাবার দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন ভালো কাজ বয়স অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব শেখাতে পারেন। এছাড়াও বাবা মা যত্নের সাথে সন্তানদের বিভিন্ন খারাপ কাজ থেকে এবং বদ আখলাক থেকে দূরে রাখতে পারেন। যেমন গালিগালাজ করা, কথায় কথায় তর্ক করা, ঝগড়া করা, পশু পাখিকে কষ্ট দেয়া, জিনিসপত্র ভাঙচুর করা, অযথা জেদ করা ইত্যাদি বিভিন্ন মন্দ কাজ বাচ্চাদের মধ্যে লক্ষ্য করলে সাথে সাথেই তাদেরকে ধৈর্যের সাথে সংশোধন করে দেয়া উচিত।

১০. মাসনুন দুআ- বিভিন্ন মাসনুন দোয়া ছোট বয়সে খেলার ছলে শিখে গেলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমলের অভ্যাস থেকে যায়। একদম ছোট বয়সে ছোট ছোট দোয়াগুলো এবং আরেকটু বড় হলে অন্যান্য মাসনুন দোয়া গুলো অর্থসহ শিখিয়ে দেয়া উচিত। যেমন ঘুম থেকে ওঠার দোয়া, ঘুমাতে যাওয়ার দোয়া, শৌচাগারে প্রবেশের এবং বের হওয়ার দোয়া, বাড়িতে প্রবেশের এবং বের হওয়ার দোয়া, খাবার গুরুর এবং শেষের দোয়া, নতুন জামা পরিধানের দোয়া, বিভিন্ন সফরের দোয়া, এছাড়াও সকাল সন্ধ্যার বিভিন্ন আমল বাবা মায়ের উচিত সন্তানকে শিখিয়ে দেওয়া।

সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান প্রয়োজন তা হল দ্বীনি পরিবেশ। পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি হলে, সন্তানদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা সহজ হয়। অথচ বাড়িতেই যদি বেদ্বীনি পরিবেশ থাকে এবং বিভিন্ন হারাম কাজ চলতে থাকে, তাহলে সন্তানের জন্য দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা কঠিন হয়ে যায়। অতএব বাবা-মাকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে নিজেদের চরিত্র গঠনের প্রতি এবং নিজেদের পরিশ্রমের মাধ্যমেই বাড়িতে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

পরিশিষ্ট

আধুনিকতার আশীর্বাদ গুলো উপভোগ করতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই এর ভয়ংকর দিকগুলোর কথা। আমরা ভুলে গেলেও শয়তান ভুলে যায় না আধুনিকতার ভয়াল থাবা দিয়ে মানুষকে আক্রমণ করতে। আমাদের শিশুরা বিপথগামী হয় মূলত আমাদের অসচেতনতার কারণেই। অথচ একজন মুসলিম হিসেবে যোগ্য উম্মাহ গঠনের এই দায়িত্ব আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারিনা। সর্বোপরি আমাদের নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়ে যেমন আমাদের সচেতন হতে হবে, তেমনই পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থ, স্বাভাবিক এবং তাকওয়াবান প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতেও আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করার তাওফিক দিক। প্রতিটি মা-বাবাকে ধৈর্যের সাথে নিজের সন্তানদের সঠিক তরবিয়ত দেয়ার তাওফিক দিক, পরবর্তী প্রজন্ম কে একটি দ্বীন প্রজন্ম হিসেবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যোগ্য উম্মাহ হিসেবে কবুল করুক। আমীন।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111277421/>